গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

ধিক্কার এই পুলিশি বর্বরতাকে

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে আইন অমান্যে পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জে আহত ১০৭ জন। গুরুতর আহত ৩৫। চিরতরে চোখ হারালেন একজন। ধিক্কার রাজ্য জুড়ে।

বিস্তারিত সংবাদ পাঁচের পাতায়।

১) নিরস্ত্র ছাত্রকর্মী উত্তম পাড়ুইকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে নির্মম ভাবে পেটাচ্ছে পুলিশ বাহিনী

২) পুলিশের মারে চোখ হারালেন উত্তম পাড়ুই

৩) ইট ছুঁড়ছে র‍্যাফ

৪) পুলিশের লাঠির সামনে বুক চিতিয়ে নিরস্ত্র যুবকর্মীরা

৫) এক যুবকর্মীকে রাস্তায় ফেলে পাঁচজন পুলিশ মিলে মারছে

খড়গপুর ডি আর এম দপ্তরে হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

স্টেশন সংলগ্ন রেলের অব্যবহৃত জায়গা হকার ও দোকানদারদের লিজ বা ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে দেওয়া, হকার আইনে রেল স্টেশন এলাকা যুক্ত করা, রেল স্টেশনগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং স্টেশনে স্টেশনে আর পি এফ-এর ঘুষ-দুর্নীতি ও দোকানদারদের অযথা হয়রানি বন্ধের দাবিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতি ও সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি খড়গপুরে ডি আর এম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সহস্রাধিক হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দঃ পূঃ রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির প্রবীণ সদস্য প্রীতিরঞ্জন বসু। বিভিন্ন স্টেশনের হকার বা দোকানদার প্রতিনিধি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি অমল মাইতি, সম্পাদক শঙ্কর দাস, দঃ পূঃ দোকানদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি মহম্মদ কামাল, সম্পাদক গোপাল মাইতি এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে গৌরীশঙ্কর দাস।

জমায়েত থেকে ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ডি আর এম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি জমা দেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে সুষ্ঠু বাস চলাচলের দাবি যাত্রী কমিটির

বাস চলাচলের নানান অব্যবস্থা দূরীকরণের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৪ জানুয়ারি তমলুক ডি এম অফিসে পরিবহণ যাত্রী কমিটি, বাস মালিক সংগঠন ও আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন), আর টি ও এবং পরিবহণ যাত্রী কমিটির তপন ভৌমিক, মানিক মাইতি, নারায়ণচন্দ্র নায়ক। যাত্রী কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রুটে রাত্রি ১০ টায় শেষ বাস সুনিশ্চিত করা, রুট পারমিট অনুযায়ী যাতায়াত, জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ডগুলিতে সময় তালিকা টাঙানো, তেলের দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে বাস ভাড়া কমানো, জেলার বাস চলাচলের নানা অব্যবস্থা তুলে ধরা হয়। পরিবহণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলি কার্যকরী করা হবে বলে জেলাশাসক তথা আর টি ও-র চেয়ারম্যান জানান।

ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উপর অত্যাচার বন্ধ এবং আইনি সুরক্ষার দাবি

'মুসলিম নারীদের আইনি সুরক্ষা' বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় ১০ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে। 'সোসাইটি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন' (সিউ) আয়োজিত এই আলোচনা সভার শুরুতে সংগঠনের সম্পাদিকা অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন বলেন, অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটিই ব্যক্তিগত আইন থাকা উচিত। তিনি 'সিউ' পরিচালিত আন্দোলনের দাবিগুলি তুলে ধরেন। যার মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা, নির্যাতিতা তালাকপ্রাপ্তা, স্বামীপরিত্যক্তা এবং বিধবা মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য প্রকল্প চালু করার দাবি অন্যতম। এই দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে 'সিউ'।

অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ দেখান, কোনও ধর্মেই নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি পায়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম নারীর সমানাধিকারের দাবিতে সমগ্র নারী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সমাজকর্মী স্বপন ঘোষাল, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর মধ্যেই যে আন্দোলনের শক্তি নিহিত আছে তা তুলে ধরেন। অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য ধর্ম নির্বিশেষে নারীদের যৌথ আন্দোলনের কথা বলেন। অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী বিবাহ সম্পর্কিত মানসিকতা পরিবর্তনের উপর জোর দেন। অধ্যাপক মইদুল ইসলাম, অধ্যাপক সুস্নাতা দাস, রেসপন্সিবল চ্যারিটি সংস্থার হেমলি গঞ্জালেস, বিজ্ঞান মঞ্চের সুপর্ণা দাস, নদীয়ার ছাত্রী রূপালী খাতুন, উত্তর ২৪ পরগণার রেহানা খাতুন বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের সভাপতি বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত এ বিষয়ে নানা আইনি অধিকার তুলে ধরেন। আলোচনা সভার সঞ্চালক ও 'সিউ'-র নেত্রী খাদিজা বানু বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন।

রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানিতে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানির ৪০০ কেভি, ২২০ কেভি, ১৩২ কেভি সাবস্টেশনে এবং অন্যান্য অফিসে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের একটি বড় অংশকে ছাঁটাই করার নোটিশ জারি হয়েছে। ছাঁটাই নোটিশ জারি হয়েছে ৪০০ কেভি সাবস্টেশন ও গুটিকয়েক অফিস ছাড়া সমস্ত সাব স্টেশনের সুপারভাইজারদের নামেও। এ ছাড়া ৯০ শতাংশ সাবস্টেশনে কর্মরত গানম্যানদের ছাঁটাই করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ নিরাপত্তা রক্ষীদেরও।

রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড পাওয়ার মেনস ইউনিয়ন। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি এবং অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেনস ফেডারেশন (এ আই পি এফ) অনুমোদিত এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানস কুমার সিনহা ২৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এই ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্কে ঠিকা শ্রমিকদের বরখাস্তের নোটিশ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

ব্যাঙ্কের ঠিকা শ্রমিকদের ৫টি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক কনট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নস (ইউ এফ বি সি ই ইউ)-এর ডাকে ২০ জানুয়ারি কলকাতায় ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে এক বিশাল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ইউকো ব্যাঙ্কের সমস্ত এ টি এম-এ চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত নিরাপত্তা কর্মীদের একটি নোটিশের মাধ্যমে বরখাস্ত করার ঘোষণা করেছে ইউকো ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে এই রাজ্যে ১৪২ জন এবং সারা দেশে ৪৫০-এরও বেশি ঠিকা নিরাপত্তা কর্মীর কর্ম-বিলুপ্তি ঘটবে। বিগত ১০-১৫ বছর ধরে তাঁরা এই ব্যাঙ্কে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে এটিএমে কর্মরত ছিলেন। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন (ব্যাঙ্ক কনট্রাকচুয়াল অ্যান্ড কনট্রাক্ট ওয়ার্কমেন ইউনিয়ন, আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কনট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পঃ বঃ অল বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং সেক্টর কনট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) এই অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত ইউকো ব্যাঙ্কের এটিএমে কর্মরত সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীর বরখাস্ত নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি ছাড়াও স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, সমকাজে সমবেতনের নীতি মেনে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নির্ধারণ মূলত এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেডস নারায়ণ পোদ্দার, প্রদীপ মণ্ডল, ইন্দ্রনীল মজুমদার, গৌরীশঙ্কর দাস, রফিকুল গাজী, মলয় সামন্ত, শান্তি ঘোষ, জয়দেব সরকার, সৌরিশ পাঠক, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে পথ অবরোধ

দফায় দফায় ডিজেলের দাম কমলেও বাসের ভাড়া তো কমছেই না, উল্টে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৬ টাকার ভাড়া ৭ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যাত্রী বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে। এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে ২০ জানুয়ারি দেওচড়াই মোড় এবং ২৪ জানুয়ারি চিলাখানায় ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হন শত শত যাত্রী। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমরেডস আছরউদ্দিন আহমেদ সহ অশ্বিনী বর্মন, কিশোরী মোদক, নূর আলম, রবিয়া সরকার প্রমুখ।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলার অন্তর্গত রাজারহাট-বাগুইআটি জোনাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রামধনি সাহু ক্যান্সারে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২২ জানুয়ারি নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

১৯৬৭-'৬৮ সাল নাগাদ কাঁকুড়গাছির টাটা অয়েল মিলস কোম্পানিতে কাজ করতেন। আদি বাড়ি বিহারের নওয়াদা জেলায় ছিল। ওই কোম্পানিতে কাজ করার সময় তিনি নকশালপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। ওই কারখানাতেই তাঁর সহকর্মী ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র এক বিশিষ্ট কর্মী যাঁর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কমরেড রামধনি সাহু এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন, নকশাল রাজনীতির ভ্রান্তি উপলব্ধি করেন এবং এস ইউ সি আই (সি) -র সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। অয়েল মিলস কোম্পানির ইউনিয়ন তখন কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল না। ওই ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির নানা পদে তিনি বহুবার শ্রমিক-কর্মচারীদের দ্বারা নির্বাচিত হন। কাঁকুড়গাছি, কাদাপাড়া, বেলেঘাটা অঞ্চলের বহু কারখানার শ্রমিকদের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নিজের সুমধুর ব্যবহার, উন্নত রুচি ও নৈতিক বোধ দিয়ে অপর মানুষকে বন্ধু করে নেওয়ার গুণ ছিল তাঁর।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সিপিএমের সাথে মতবাদিক সংগ্রাম চলাকালীন এলাকার কিছু সিপিএম কর্মী ক্ষিপ্ত হয়ে কমরেড রামধনি সাহুর উপর হামলা করে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের সন্ত্রাসেরও তিনি শিকার হন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করেন। এভাবে যারা তাঁকে আঘাত করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে কমরেড রামধনি সাহুর চরিত্র মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে দলের অনুগামীতে পরিণত হন।

কমরেড সাহু ছিলেন শান্ত স্বভাবের দৃঢ়চেতা মানুষ। দলের কমরেডদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আনুগত্য তাঁর শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। যত দিন শারীরিক সামর্থ্য ছিল, লাঠিহাতেও দলের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। বয়সে অনেক ছোট কমরেডের নেতৃত্বে থেকে কাজ করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। নিজের বাড়ির একটি ঘর তিনি দলকে দান করেছেন। দলের আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। নিজের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি দলের সমর্থকে পরিণত করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা তাঁর বাড়িতে যান। মরদেহ আঞ্চলিক অফিসের সামনে আনা হয়। তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরীর পক্ষে কলকাতা জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রবীন রায়, কলকাতা জেলা সম্পাদকের পক্ষে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুরথ সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরীর পক্ষে দলের সদস্য কমরেড অজিত কর্মকার। এ ছাড়াও মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় চক্রবর্তী, কমরেড সত্যেন ভট্টাচার্য, দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকার, অধ্যাপক ফ্রন্টের পক্ষে কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড বঙ্কিম বেরা। আঞ্চলিক সিপিএম দলের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড সমীর বোলেল। এরপর শতাধিক কর্মী মৌন মিছিল করে প্রয়াত কমরেডকে শেষ বিদায় জানান। ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড রামধনি সাহু লাল সেলাম

মৈপীঠের প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদককে চিঠি

এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রদীপ হালদার ২৬ জানুয়ারি সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিমান বসুকে নিচের চিঠিটি পাঠান।

আমি প্রদীপ হালদার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলী ব্লকের মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার বাসিন্দা এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। আজ আনন্দবাজার পত্রিকা সহ আরও কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক নারী নির্যাতনের ঘটনা আপনার দৃষ্টিতে এসেছে ধরে নিয়ে, প্রকৃত ঘটনা জানানো উচিত বিবেচনায় এই চিঠি লেখা। সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে নির্যাতিতা এস ইউ সি আই (সি)-র সমর্থক। কিন্তু ঘটনা হল তিনি আমাদের দলের নন, সিপিআই (এম)-এরই সমর্থক। যাই হোক না কেন আমাদের দলের পক্ষে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার যখন অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে উক্ত ঘটনার জন্য থানায় চাপ সৃষ্টি করে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করানো, হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য তদারকি করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তখন সিপিআই (এম) দলের কান্তি গাঙ্গুলীর মতো বড় নেতা ঘটনাস্থলে না গিয়ে, প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে হাসপাতালে দেখা দিয়ে ফিরে যাওয়ায় এলাকার মানুষ সহ আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছি। অবশ্যই কান্তিবাবুর সঙ্গে সাংবাদিকদের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ, তাই তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে হাসপাতালে ঢুকেছিলেন এবং সংবাদটি বড় করে প্রকাশও করতে পেরেছেন। প্রসঙ্গত জানাই, নির্যাতিতা ঐ বিধবা নারীর উপর টিএমসিপির স্থানীয় নেতার দ্বারা সংঘটিত এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে মানুষকে সোচ্চার করে তুলতে আজ আমাদের দলের উদ্যোগে মহিলাদের বিশাল মিছিল ও সভা হয়েছে। কিন্তু ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট থাকায় ও তার সাথে সংঘাত এড়াতে বিগত জমানার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কান্তিবাবু এলাকায় আসেননি বলে প্রায় সকলেই মনে করছেন। দলের সংস্কৃতি ও শিক্ষা অনুযায়ী দল বিচার না করেই আমরা সবক্ষেত্রেই নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হই। এ ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই উদ্যোগ নিয়েছি।

সন্ত্রাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের শক্তি ডিএসও-কে জয়ী করল

সারা রাজ্যে ব্যাপক সন্ত্রাসের বাতাবরণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হল। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসএফআই-এর মতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার 'গণতন্ত্র' রক্ষার জন্য টিএমসিপি বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগই দেয়নি। টিএমসিপি-র সন্ত্রাস এবং প্রবল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে **শ্রীরামপুর গার্লস কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডি এস ও ১৫টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছে।** ভয়ভীতি, সন্ত্রাস, পুলিশকে দিয়ে ডিএসও প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি, সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে ছাত্রীরা বিপুল ভোটে ডিএসও প্রার্থীদের জয়ী করে, টিএমসিপি-কে শূন্য করে দিয়ে রাজ্য জুড়ে ঘটে চলা সন্ত্রাসের জবাব দিয়েছে। শুধু ছাত্রীরাই নয়, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ লাগোয়া এলাকার সাধারণ মানুষ টিএমসিপি-র সন্ত্রাস রুখতে ডিএসও-র পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা ডিএসও-প্রার্থীদের জয়ের খবরে উল্লসিত হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন— যেন এ জয় তাঁদেরই। উল্লেখ্য, কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজ, মুরলীধর গার্লস কলেজ, পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে ডিএসও সংসদ পেয়েছে। অন্য কয়েকটি কলেজে বেশ কিছু আসনও জিতেছে। **এ আই ডি এস ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং একটি আসনে টাই হয়েছে। খড়গপুর কলেজে ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০টি এবং বেলদা কলেজে ১টি আসনে জয়ী হয়।** এ ছাড়াও উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে এ আই ডি এস ও বেশ কিছু আসনে জয়লাভ করেছে। এই ফলাফল প্রমাণ করে জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ডিএসও-র আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই ছাত্ররা যেখানেই সুযোগ পেয়েছে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি ডিএসও-কে বিপুল ভোট দিয়ে জয়ী করেছে। ক্ষমতা দখলের রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনের প্রতি ছাত্রসমাজের দৃঢ় সমর্থন এর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সন্ত্রাস করে ছাত্রদের সমর্থনকে আটকানো যায়নি।

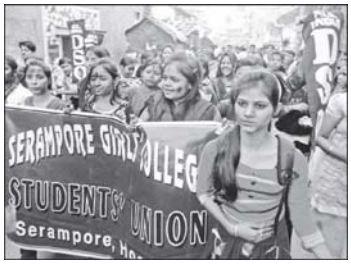

শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে সব আসনে জয়ের পর ছাত্রীদের বিজয় মিছিল

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয়ী ছাত্রদের মিছিল

খড়্গপুর কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক সহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায়।

ঢাকায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলা বন্ধের দাবিতে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মূল বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

কালাচুক্তিতে শ্রমিকদের জবরদস্তি সই করাল তৃণমূল

কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকার এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে আই এন টি টি ইউ সি ইউনিয়ন মালিকের সঙ্গে যোগসাজশে ৩১ জানুয়ারি এক শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাচুক্তি করেছে। নামমাত্র বেতনবৃদ্ধির চটকদারির আড়ালে ব্যাপকভাবে কর্মী সংকোচন ঘটিয়ে একাধিক অর্জিত অধিকার হরণ করা হয়েছে এই চুক্তিতে। শুধু তাই নয়, শাসক দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব কর্তৃপক্ষের মদতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠকদের কারখানার ভিতরে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে জবরদস্তি এই কালাচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর কাছে এক প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, এই শিল্পের কর্মীদের বেতন পুনর্বিন্যাসের দাবিসনদ শ্রমদপ্তরের বিবেচনাধীন থাকা সত্ত্বেও ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে এড়িয়ে জবরদস্তি এই চুক্তি সম্পাদনের ঘটনা প্রমাণ করছে, পশ্চিমবাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধূলিসাৎ হতে চলেছে, যা শ্রমিক-কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অশনি সংকেত।

অবিলম্বে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত এই কালাচুক্তি বাতিল করে শ্রমদপ্তরে বিবেচনাধীন দাবি সনদের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তিনি শ্রমমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বাঁকুড়ায় বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

১০০ দিনের কাজ চালু করা, সময়মতো বেতন দেওয়া, বার্ধক্য-বিধবা-প্রতিবন্ধী ভাতা, রেশনকার্ড, স্থায়ী সেচ, ফসলের ন্যায্য দাম, ইন্দিরা আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) জগদল্লা লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় মানুষরা ১৯ জানুয়ারি ধলডাঙা মোড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস শুভাশিস ধবল, রঘুনাথ মুখার্জী, বিদ্যুৎ সীট প্রমুখ। পরে বিডিও-কে একটি দাবিপত্র দেওয়া হয়।

স্বরূপনগরে কৃষক ও গ্রামীণ মজুরদের বিডিও অভিযান

কুখ্যাত জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স বাতিল, ধান সহ সকল কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম, নির্মাণ কর্মীদের পরিচয়পত্র ও বেনিফিট দ্রুত পেতে স্থায়ী আই এম ডব্লিউ সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো বহাল, জবকার্ডধারীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ ও মজুরি পাওয়া সহ নানা দাবিতে ১৯ জানুয়ারি সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ব্লক কমিটির আহ্বানে দুই শতাধিক মানুষ মিছিল সহকারে বিডিও অফিস অভিযান করেন। কমরেড অজিত মণ্ডলের সভাপতিত্বে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ব্লক সম্পাদক কমরেড ছোটু মির্জা, দেবদাস মণ্ডল, বেলা পাল প্রমুখ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজির নেতৃত্বে ৮ জনের এক প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেন ও স্মারকলিপি দেন। আধিকারিকরা স্থানীয় দাবিগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রকাশিত হয়েছে

পথিকৃৎ

সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক

জানুয়ারি-২০১৫

এই সংখ্যায়

প্রত্নতত্ত্ব - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সবই ব্যাদে আছে - মেঘনাদ সাহা
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা
শরৎসাহিত্যে জীবনদর্শন
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ। কুচর্যা। গল্প।

গণদাবী

পড়ুন, পড়ান এবং গ্রাহক হোন

মেদিনীপুরে তরুণী পরিচারিকার মর্মান্তিক মৃত্যু

পরিচারিকা সমিতির বিক্ষোভ ডেপুটেশন

মেদিনীপুর শহরের তাঁতিগেড়িয়া টাউন কলোনির (নারকেল বাগান) ভরত খাঁর বাড়িতে তরুণী পরিচারিকা পদ্মা মুর্মুর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায় ২৭ জানুয়ারি। খুবই দরিদ্র এবং অনাথ এই তরুণীর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ এবং স্থানীয় পরিচারিকারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের চাপে পুলিশ ভরত খাঁ এবং তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। পরদিন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শতাধিক পরিচারিকার মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। সমিতির জেলা সম্পাদক জয়শ্রী (দাশ) চক্রবর্তী এবং সহ সম্পাদক ভবানী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। পুলিশ সুপার অবিলম্বে অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস সদর দপ্তরে খনি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কোল মাইনার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ডাকে দুই শতাধিক কয়লা শ্রমিক নানা দাবিতে ২৯ জানুয়ারি ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের সদর দপ্তরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং সারাদিন ধরনায় সামিল হন। দাবি ছিল, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে দেশের কয়লা সম্পদকে তুলে দেওয়া চলবে না, কোল মাইনস (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে হবে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা চলবে না, কয়লা উৎপাদন ঠিকাদার দিয়ে নয় কোল ইন্ডিয়ার শ্রমিকদের দিয়েই করাতে হবে, কোল ইন্ডিয়ায় নিযুক্ত ঠিকাদার শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে, জমিহারা সমেত সমস্ত বকেয়া চাকরির বিষয়ে অবিলম্বে নিষ্পত্তি করতে হবে। ধরনা চলাকালীন কমরেড অমর চৌধুরীর নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল ইসিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার (পি অ্যান্ড আই আর)-এর সঙ্গে দাবিপত্র নিয়ে বৈঠক করেন। কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার মজদুরদের এবং জমিহারাদের চাকরির ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন কমরেড নবনী চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন কমরেড ডি কে মুখার্জী, ইমতিয়াজ হোসেন, দেবসর বেসরা এবং বিভিন্ন কোলিয়ারি থেকে আগত শ্রমিকরা।

বর্ধমানে খাদ্যদপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগের দাবি

বর্ধমান জেলার খাদ্য দপ্তরে ৭৮০টি পদের মধ্যে ৪৫৯টি পদ খালি। খাদ্যদপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ পুরণের দাবিতে ২১ জানুয়ারি বর্ধমান জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি ওয়াই ও বর্ধমান জেলা কমিটি। জেলা ইনচার্জ কমরেড পরীক্ষিৎ গড়াই-এর নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

বসিরহাটে নির্মাণ শ্রমিকদের দাবি আদায়

সারা বাংলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের বসিরহাট শাখার পক্ষ থেকে ১৯ জানুয়ারি ৬ শতাধিক শ্রমিক বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি, শ্রমিকদের প্রাপ্য বেনিফিটের টাকা ও আবেদনকারীদের নতুন কার্ড অবিলম্বে দিতে হবে। সংগঠনের মহকুমা সভাপতি অজয় বাইনের নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধিদল দাবি পেশ করেন। মহকুমা শাসক কথা দিয়েছেন, আবেদনকারী বেনিফিট প্রাপকদের টাকা পাওয়ার বিষয়ে নতুন কার্ড প্রদানের সম্পর্কে ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভেরিফিকেশন করা হবে এবং ১৭-২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেনিফিট দেওয়া হবে।

আন্দোলনের এই জয় শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বপন বসাক, গোবিন্দ সরকার, নির্মল মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আমতলা-বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক পর্ষদের উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি ক্রীড়া এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আমতলা পল্লীশ্রী শিক্ষায়তন স্কুল মাঠে। উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের সদস্য অজিত হোড়, অজিত কর্মকার, সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য পরিমল চক্রবর্তী, ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম মণ্ডল ও কমিটির সম্পাদক শুভাশিস সামন্ত এবং সভাপতি সুধাংশু কাঁড়ার প্রমুখ।

২৬ জানুয়ারি পুরুলিয়ার ঝালদা আঞ্চলিক পরীক্ষা পরিচালন কমিটির উদ্যোগে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৪টি সেন্টারের বৃত্তিপ্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন কমিটির সভাপতি শিক্ষক শক্তিপদ কুমার।

গুজরাটে এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ১০-১১ জানুয়ারি আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয় গুজরাট রাজ্য ৫ম ছাত্র সম্মেলন। প্রকাশ্য অধিবেশনে আমেদাবাদ, ভদোদরা, সুরাট, ঢোলকা, আনন্দ, সৌরাষ্ট্র, সবরকন্থা এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গুজরাটি সাহিত্য পরিষদ হল ভরিয়ে তোলে।

ছাত্র আন্দোলনে ডি এস ও-র ভূমিকায় আস্থাশীল রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক এবং অভিভাবকরা ভালো সংখ্যায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রোহিতভাই শুক্লা, প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রকাশভাই এন শাহ, স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের পূর্বতন ডাইরেক্টর ধাবল মেহতা, বিচারপতি মহেশভাই দাভে, প্রাক্তন অধ্যক্ষা ঊষাবেন পণ্ডিত, অধ্যক্ষ ডঃ জগদীশভাই চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ ভারতভাই মেহতা, অধ্যাপক কানুভাই খাডাডিয়া, অধ্যাপক সঞ্জুভাই ভাবে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র সহ সভাপতি কমরেড মুকেশ সেমওয়াল।

১১ জানুয়ারি প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ ছাত্রদের উদ্দেশে মূল্যবান আলোচনা রাখেন। সম্মেলনে ভাবিক রাজা সভাপতি, পার্থ পাণ্ড্য সহ সভাপতি, রিমি বাঘেলা সম্পাদক এবং শচীন শাহ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

নানা দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ২২ জানুয়ারি বকেয়া ডি এ প্রদান, বেতন সংশোধন, খাদ্য দপ্তরের পদ বিলোপ রোধ, ক্যাশলেস হেলথ স্কিম প্রবর্তনের দাবি সংবলিত ব্যানারে সুসজ্জিত মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শাসকদলের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে প্রবল শীতের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত কর্মচারীদের অভিনন্দন জানান। মধুসূদন ধর ও রাধারমন দত্তের সভাপতিত্বে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা স্মারকলিপি পাঠ করেন সুনির্মল দাস। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া জেলার কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অনুপ বিশ্বাস ও মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মচারী সংগঠনের সহ সভাপতি সুগত বিশ্বাস। দার্জিলিং জেলার অস্থায়ী কর্মীদের জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন অস্থায়ী কর্মী তপাই দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের কর্মী সন্তোষ মহন্ত। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বাণেশ্বর দাস (পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতি), অসীম ব্যানার্জী (আশা), পার্বতী পাল (নার্সেস ইউনিটি), অনিন্দ্য রায়চৌধুরী (জেপিএ) অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য (ইউনিটি ফোরাম)। কর্মচারী আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন ইউনিয়নের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শুভাশিস দাস। তিনি বলেন কর্মচারী আন্দোলনের একাংশের সঙ্কীর্ণতার জন্য যুক্ত আন্দোলন গড়ে উঠছে না। সরকার দাবিগুলি না মেনে নিলে কর্মচারীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। সভা চলাকালীন সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের বিশেষ আধিকারিকের হাতে গণস্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি তুলে দেয়।

পরিচারিকাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি, সপ্তাহে একদিন ছুটি সহ বিভিন্ন দাবিতে জেলার তিন শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৮ জানুয়ারি খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত হয় পরিচারিকাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন। সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড লিলি পাল বলেন, আন্দোলনের ফলে রেলের 'ইজ্জত মান্থলি টিকিট' ভবিষ্যনিধি প্রকল্প-এর মতো কিছু দাবি আদায় হয়েছে। সম্মেলন থেকে ৪৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি অঞ্জলি পালিত, সহ সভাপতি মৌসুমি বেরা, সম্পাদক জয়শ্রী (দাশ) চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক ভবানী চক্রবর্তী।

হলদিয়া বন্দর শ্রমিকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি নির্বাচনে পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন জয়ী

হলদিয়া পোর্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন (সিপিএসইউ)। মোট ৫৪টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসনে জয়ী হয়েছে এই সংগঠন। বাকি আসনগুলির মধ্যে আই এন টি ইউ সি পেয়েছে ৭টি, বি এম এস পেয়েছে একটি এবং সিটু-এ আই টি ইউ সি-আই এন টি ইউ সি জোট পেয়েছে ১৮টি আসন। ৪৭ বছরের পুরনো এই সংগঠন থেকে অন্যান্য সংগঠনগুলিবেরিয়ে গেলেও এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই ইউ টি ইউ সি থেকে যায়। সততা ও নিষ্ঠার সাথে সিপিএসইউ-র পরিচালনাই এই জয় ছিনিয়ে এনেছে।

ধিক্কার এই পুলিশি বর্বরতাকে

৫ ফেব্রুয়ারি গণআন্দোলনের কর্মীদের রক্তে আবার ভিজল কলকাতার রাজপথ। মানুষ বেশ কিছুদিন ধরেই রাস্তায়, ঘরে-বাইরে, বাসে-ট্রামে হতাশায় প্রশ্ন করছিলেন, এত অবিচার, নিত্য অনাচার, মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে, মহিলাদের কোথাও সামান্য নিরাপত্তা নেই, দুষ্কৃতিরা রাজনৈতিক প্রশ্রয় পেয়ে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে— এর কি কোনও প্রতিকার নেই? দেশে এমন কোনও রাজনৈতিক দল নেই যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ায়? ৫ ফেব্রুয়ারি যেন মানুষের এ সব প্রশ্নেরই উত্তর হিসাবে সামনে এল— হ্যাঁ আছে। এমন রাজনৈতিক দল আছে, যারা সংগ্রামী বামপন্থা আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঝান্ডা নিয়ে শহরে-গ্রামে, পথে-ঘাটে, মানুষের স্বার্থ নিয়ে প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে লড়াই করে। যারা ভোটের পাখি নয়, গদির পার্টি নয়। ৫ ফেব্রুয়ারি যখন কলেজ স্কোয়ার থেকে স্লোগানে মুখর বিশাল মিছিল ধর্মতলার দিকে এগিয়ে চলছিল, পথের দু'ধারের মানুষ আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন। বলছিলেন, এই একটা মাত্র দলকেই বিশ্বাস করা যায়, আস্থা রাখা যায়। ওরা পথে নেমেছে, লড়াই করবে, রক্ত দেবে, কিন্তু আপস করবে না।

এক মাসেরও বেশি আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৮ দফা দাবি নিয়ে কলকাতার বুকে ৫ ফেব্রুয়ারি গণ আইন অমান্যে সামিল হবেন হাজার হাজার মানুষ। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরও আগে। দাবিগুলি নিয়ে ব্লক থেকে মহকুমা, মহকুমা থেকে জেলা স্তরে দফায় দফায় মিছিল, সভা, প্রশাসনিক দপ্তর ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ, আইন অমান্য করে করে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি পর্যন্ত খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ, চাষি, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, মহিলারা তৈরি হয়েছিল ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবিগুলি পৌঁছে দিতে। ন্যায্য দাবি, গণতান্ত্রিক দাবি, ইতিপূর্বেও একই দাবি জানানো হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই কর্ণপাত করেনি। তাই বধিরকে শোনাবার জন্য আর একটু উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজনেই আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

প্রথা মেনে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানানোও হয়েছিল। ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ জানায়, আইন অমান্য করতে দেবেন না। আমরা একমত হতে পারিনি। ৫ ফেব্রুয়ারি দেখা গেল, কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পুলিশে পুলিশে থিকথিক করছে। পুলিশ কর্তারা কখনও বললেন, বউবাজারে আটকাব, কখনও ওয়েলিংটন, শেষপর্যন্ত ডোরিনা ক্রসিং। ওরা জানালেন, ডোরিনা ক্রসিং-এ মিছিল গিয়ে পৌঁছলে পুলিশ এস ইউ সি আই (সি) নেতাদের হাতে মাইক দিয়ে ঘোষণা করাবেন। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে আগাগোড়াই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে আইন অমান্য করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি দেখা গেল মিছিলের সম্মুখভাগ রিগ্যাল সিনেমা ছাড়াতেই। কোথায় ঘোষণা? পুলিশ বলেছে, তারা নাকি মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল। তাই যদি হয়, তবে মিছিল পৌঁছতেই র‍্যাফ সহ লাঠিধারী পুলিশরা ওরকম হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? যারা ছত্রভঙ্গ করবে তারা মাথা, পিঠ, পেট, চোখ, বুক লক্ষ্য করে ওভাবে লাঠি চালাবে কেন? এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা শুধু নিরস্ত্র ছিল তাই নয়, তাদের হাতে ব্যানার ছাড়া কিছুই ছিল না। শুধু হাতে তারা পুলিশের লাঠি আটকাবার চেষ্টা করেছে, না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাঠির আঘাত সহ্য করেছে, জায়গা ছাড়েনি। পুলিশকে বলেছে, কত মারবে মার। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে, মেরে সংগ্রামের পথ থেকে সরাতে পারবে না। পুলিশ অভিযোগ করেছে, আন্দোলনকারীরা নাকি ইট ছুঁড়েছে। সংবাদপত্রের ছবি বলছে ঠিক উল্টো কথা, র‍্যাফ থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ বড় বড় আধলা ইট ছুঁড়েছে আন্দোলনকারীদের দিকে। একজন যুবককে রাস্তায় ফেলে কাপুরুষের মতো ১০-১২ জন পুলিশ মিলে পিটিয়েছে। মেচেদার নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রকর্মী, নিরস্ত্র উত্তম পাড়ুই দু'হাত তুলে লাঠি থেকে বাঁচতে চেয়েছে, পুলিশ সে সুযোগ দেয়নি। তিন-চার জন মিলে এমনভাবে বুকে-পিঠে-মাথায়-মুখে মেরেছে, চোখে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তার ডান চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিন রাতেই মেডিকেল কলেজে অপারেশন করেও চিকিৎসকরা তার চোখ রক্ষা করতে পারেননি। অপর একজন রমাকান্ত সরকার সেও ডান চোখ খুলতে পারছে না। রক্ত জমে আছে চোখের ভিতর। ঐ অবস্থাতেই হাসপাতালের মধ্যে দেখতে যান রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু, ছায়া মুখার্জী, তপন রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রমাকান্ত বলেছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুলিশের লাঠির ঘায়ে চোখে মারাত্মক আঘাত নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি তুফানগঞ্জের ছাত্রকর্মী রমাকান্ত সরকার

‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট’ স্লোগান দিয়ে আর কতদিন?

জানুয়ারির প্রথমার্ধে দেশের দু’প্রান্তে দু’টি শিল্প সম্মেলন হয়ে গেল। একটি গুজরাটের গান্ধীনগরে — ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট শিল্প সম্মেলন’। অন্যটি কলকাতায়— ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস মিট’। প্রথমটির উদ্যোক্তা ভারতীয় জনতা পার্টি, দ্বিতীয়টির তৃণমূল কংগ্রেস। দুটো শিল্প সম্মেলন থেকেই শিল্পায়নের সোনালি স্বপ্ন দেখানো হল। কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে কতটুকু?

সানন্দ-র কথাই ধরুন। সিঙ্গুর থেকে টাটার ন্যানো গুজরাটের সানন্দ-এ যাওয়ার পর এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম তারস্বরে প্রচার শুরু করল (এখনও করছে) সানন্দ-এ কর্মসংস্থানের বান ডাকছে। উন্নয়নের রথ ছুটছে। সেই প্রচারের ঝোড়ো হাওয়ায় অনেকের বিশ্বাসপ্রবণ মন আবেগমথিত হল। কেউ কেউ আক্ষেপের সুরে বলতে শুরু করল, আহা! এমন একটি কারখানা যদি এই পোড়া বাংলায় হতো ... । কিন্তু কী আশ্চর্য! ‘উন্নয়নের ভগীরথ’ বিজেপিকে সাধারণ মানুষ সানন্দ কেন্দ্রেই বিধানসভা ভোটে হারিয়ে দিল। ‘উন্নয়নের উন্মাদনায়’ সানন্দ-এর সাধারণ মানুষ ভুললন না। কেন? কারণ স্থানীয় লোকজন কাজ পায়নি। বরং তারা উচ্ছেদ হয়েছে জমি থেকে। সামান্য যতটুকু চাকরি হয়েছে তা পেয়েছে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন মূলত ধনী পরিবারের কিছু শিক্ষিত যুবক। ফলে ‘সানন্দ শাইনিং’ — এ কথা বলার উপায় নেই। কারণ মুষ্টিমেয়র আলো ঝলমলে ছবি ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কালো মেঘ।

ন্যানোকে যারা বেকার সমস্যার সর্বরোগহর ওষুধ বলে মনে করছেন তাঁরা কি জানেন, সানন্দ-এ ন্যানো কারখানায় উৎপাদন কেমন চলছে? ন্যানোর যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী দু’টি সংস্থার কর্তারা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, “ইদানিং বাজার খারাপ বলে ন্যানো কারখানা সপ্তাহে দিন তিনেক চালু থাকছে” (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫.০১.২০১৫)। অর্থাৎ ন্যানো কারখানা তার উৎপাদন শক্তির ৫৭ শতাংশই অলস করে রেখেছে। কারণ বোঝা কঠিন নয়! ভারতে গাড়ির বাজারে মন্দা। এজন্যই টাটাদের চিৎকার ব্যাঙ্কে সুদ কমাও, ঢেলে ঋণ দাও, গাড়ির বাজার তৈরি হবে। এতদিন মার্কসবাদীরা বলত অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের বর্তমান স্তরে তীব্র বাজার সংকটই শিল্পায়নের সামনে বাধা, এখন নানা মহল থেকে এই কথাটি উঠছে। এই যেমন, বিশ্বে তেলের দামের কেন এত পতন তা দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষক ইউরোপের মন্দার কথা বলছেন। বলছেন, ২০০৮ সালে যে মন্দা গ্রাস করেছিল, ইউরোপ তা থেকে বেরোতে পারেনি। সেই মন্দার ধাক্কাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য মার খেতে শুরু করল। গুজরাটের হিরে শিল্প, বস্ত্র শিল্প উৎপাদন কমাতে শুরু করল, শ্রমিক ছাঁটাই বাড়তে থাকল। ছাঁটাই শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি বাজারকে আরও নিস্তেজ করল। অন্যদিকে মন্দা নাশক ওষুধ হিসাবে বিশ্বায়নের নামে যে সংস্কার কর্মসূচি আনা হল তা বাজার সংকট বা মন্দাকেই ত্বরান্বিত করল। এই বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট’ শিল্প সম্মেলন বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস মিট’ কতটা শিল্প করতে সক্ষম হবে?

- সপ্তাহে চারদিন কাজ বন্ধ সানন্দের ন্যানো কারখানায়
- গুজরাটে ৬০ হাজার ছোট-মাঝারি শিল্প বন্ধ
- ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে
- ১৪ জেলা খরা কবলিত, ত্রাণের ব্যবস্থা নেই

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। বাজার যতই সংকুচিত হোক, ঐ বাজার ভাঙিয়েই বেঁচে থাকতে হবে পুঁজিপতিদের। তারই দখল নিতে মরিয়া দেশি-বিদেশি সব পুঁজিপতিই। ফলে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট শিল্প সম্মেলনে মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি যে ঘুরে গেলেন, তার অন্যতম উদ্দেশ্যও ভারতে মার্কিন পুঁজিপতিদের বাজার পাইয়ে দেওয়া। সেটা স্পষ্ট করে দিয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন সাকি সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি আগামী ১০ বছরের মধ্যে ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য ১০ হাজার কোটি ডলার থেকে ৫০ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যেতে চান। কেরি এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।’ (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১.০১.২০১৫)। চায় তো সবাই। সম্মেলনে বসে ঘোষণাও কম হয় না। তারপর বাস্তবে কী হয়?

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ২৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে গুজরাটে। বলেছেন, ২১ হাজার মউ বা সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু মউ স্বাক্ষর হওয়া আর শিল্পের মধু ঝরা এক জিনিস নয়। ইতিপূর্বে গুজরাটে এমন মউ বহু হয়েছে। তার ৯৭ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। আসলে মউ করার পরেও দর কষাকষি চলে, সরকারের কাছ থেকে কতটা বেশি সুবিধা নিয়ে মুনাফার পাল্লা ভারি করতে পারবে তা নিয়ে। একটা নতুন শব্দবন্ধ বর্তমানে চালু হয়েছে ‘ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি’। এ কথার সাধারণ অর্থ হল, সরকার বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবে। বিশেষ অর্থ হল, বিনিয়োগকারীদের নানাভাবে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেবে। যেমন সরকার বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে জমি দেবে, বিদ্যুৎ দেবে, জল দেবে, রাস্তা করে দেবে, কর ছাড় দেবে, শ্রম আইন সংস্কার করে শ্রমিকদের আন্দোলন করার অধিকার কেড়ে নেবে, নানারকম আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে, কম বেতনে বেশি সময় ধরে খাটাবে। মুনাফা বৃদ্ধির এই যে রকমারি ব্যবস্থা যা ইতিমধ্যে ‘সেজ’-এ কার্যকর করা হচ্ছে সরকারের হাত ধরে তা আরও বেশি করে আদায় করতে চায় পুঁজিপতিরা। অন্যদিকে সরকারও এদের সঙ্গে নানা মউ করে শিল্পায়নের জিগির তোলার সুযোগ পায়, যা নির্বাচনে ভালো ফল দেয়। এই যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শিল্প সামিট থেকে এক কোটি চাকরির আশা শুনিয়েছেন যা দেখে উপস্থিত শিল্পপতিরাই মুচকি হেসেছেন। গুজরাটেও অনুরূপ আশ্বাস শোনানো হয়েছে। সেই প্রচারের ভাইব্রেশন এ রাজ্যেও এসে পড়েছে, যা দেখে ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস’-এর মতো কেউ কেউ ভাবছেন ‘যাহা কিছু চাকরি সকলই গুজরাটে’।

কয়েকদিন আগে গুজরাটের প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী মল্লিকা সারাভাই কলকাতায় সংবাদমাধ্যমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, গুজরাটে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১২ লক্ষ। জানালেন, ৬০ হাজার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত (১২.০৬.২০১২) এক রিপোর্ট বলছে, ‘গুজরাটের ২৫ শতাংশ মানুষ অর্ধাহারে থাকে, ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে, ১৪টি জেলা খরা কবলিত।’ তা হলে গুজরাট কীসে ভাইব্র্যান্ট? কিছু ফ্লাইওভার, ঝাঁ চকচকে রাস্তা, গগনচুম্বী বিল্ডিং, সুদৃশ্য শপিং মল ইত্যাদি যদি ভাইব্রেশনের সূচক হয় তা হলে অবশ্যই গুজরাটের একাংশ ভাইব্র্যান্ট। এবং ভারতের সব মেট্রোপলিটন শহরেই এমন ধরনের ভাইব্র্যান্ট চিত্র অবশ্যই পাওয়া যাবে। তা হলে গুজরাট কোথায় অনন্য? গুজরাটের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেশের অন্যান্য অংশের মতো বিষাদময়।

ধিক্কার এই পুলিশি বর্বরতাকে

পাঁচের পাতার পর

আজকের আন্দোলনে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত। তুফানগঞ্জের কৃতি ছাত্র রমাকান্ত ছাত্রদের সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র পতাকা হাতে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রকর্মী অরিজিৎ গলায় আঘাত নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে রাজপথে। চিকিৎসা চলছে তার। ছাত্রকর্মী দীপ্তাংশু ভৌমিকের হাত ভেঙেছে লাঠিতে। এ তালিকার যেন শেষ নেই। কতজনের মাথা ফেটেছে, কতজনের নাক ভেঙেছে, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে তার তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। মোট ১০৭ জন আহত হয়েছে। ৩৫ জনের আঘাত গুরুতর।

এরপরও পুলিশ নির্বিকার। তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকেও কোনও মন্ত্রীর সামান্য বিবৃতিও পাওয়া যায়নি। তবে কি জনগণের দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা যাবে না? সদ্য হাওড়াতে প্রতিবাদী যুবক অরূপ ভাণ্ডারিকে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ নাকি দুষ্কৃতীদের খুঁজেই পায়নি। অথচ ৫ ফেব্রুয়ারি নিরস্ত্র আইন অমান্যকারীদের জন্য পুলিশি আয়োজন ছিল অভাবনীয়।

কী দাবি ছিল আইন অমান্যের? প্রত্যেকটি দাবিই ছিল সাধারণ মানুষের, গণতান্ত্রিক দাবি, ন্যায্য দাবি। চাষির জমি লুঠের কালা অর্ডিন্যান্স বাতিল, ১০৮টি ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, চিটফান্ড প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত ও প্রতারকদের শাস্তি, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, লকআউট-শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অটোমেটিক প্রমোশন ব্যবস্থা বাতিল, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা, বিদ্যুতের মাশুল কমানো, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও নারীনিগ্রহ রোধ। এরকম ১৮টি দাবি।

কলেজ স্কোয়ারের সামনে বিশাল সমাবেশে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, বিগত সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থরক্ষার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তিন বছরে সেগুলি তারা পদদলিত করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রে কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ও ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতার রথে চড়ে বিজেপি কেন্দ্রের সরকারে এসেই সুদিন আনার নামে জনগণের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। হিন্দু ধর্মের জিগির তুলে তারা মানুষকে ধর্মীয় হিংসায় ফাঁসিয়ে ভোটের বাজারে বাজিমাত করতে চাইছে। ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার ধ্যানধারণার মূলে কুঠার মেরে তারা ছাত্রছাত্রীদের পুরনো, অচল, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। এ এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি, মিডিয়ার সহায়তায় বিজেপির পক্ষে অদ্ভুত প্রচার। সিপিএম ক্ষমতা হারাবার পর তাদের দলে আশ্রয় নেওয়া চোর-ডাকাতরা সব তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল, এখন আবার তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ধূম পড়েছে। যেন অন্য দল ছেড়ে বিজেপিতে গেলেই সে সাধু। এ সবের বিরুদ্ধে আমরা মার্কসবাদ- লেনিনবাদ- শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শে গণআন্দোলন গড়ে তুলছি। গত দু’মাস ধরে জেলায় জেলায় নানা পর্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজ এখানে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এসেছেন আইন অমান্যে অংশ নিতে। চাষের সময় যদি না হত, তবে এই সংখ্যা আরও বহু বাড়ত সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেন। বিজেপির ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কোনও যথার্থ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সমর্থন করতে পারেন না।

আইন অমান্যে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা জুড়ে পথসভা, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিবস পালিত হয়। কমরেড সৌমেন বসু এক বিবৃতিতে জানান, আমরা এই ১৮ দফা দাবি নিয়ে আগামী দু’মাস ধরে এক কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করব। এই দু’মাস জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে অবরোধ, আইন অমান্য, ঘেরাও প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথে আবার কলকাতায় রাজভবন অবরোধ সহ অন্যান্য কর্মসূচির পথে যাব আমরা।

মহিলাদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এ আই এম এস এস-এর কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে টাকি বয়েজ স্কুলে ১৮ জানুয়ারি এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ছাত্রী ও মহিলা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা লীনা সেনগুপ্ত, প্রাক্তন শিক্ষিকা ছন্দা চক্রবর্তী এবং সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী হাসি হোড়। সংগঠনের কলকাতা জেলা সভানেত্রী কল্পনা দত্ত এবং সম্পাদক রুণা পুরকায়েত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

সংগঠনের রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি চেতলায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৯০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এলাকার বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনা করেন সংগঠনের পক্ষে ধীরা বসু, অপর্ণা মণ্ডল ও বুলবুল দত্ত। এস ইউ সি আই (সি)-র রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড করুণা ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

ওবামার জন্য মার্কিন পণ্য ও অস্ত্রের বাজার নিশ্চিত করে দিলেন মোদি

বহু কোটি টাকা ব্যয় করে বিজেপি সরকার পয়লা নম্বর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে দিল্লিতে আপ্যায়ন করল। ২৬ জানুয়ারি কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ গণহত্যাকারী রাষ্ট্রনেতাকে আপ্যায়ন করার দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গৌরব বোধ করেছেন নিশ্চয়, কিন্তু ভারতের পক্ষে এ ঘটনা চরম অগৌরবের, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও শত শত শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি নিদারুণ অপমান, তাতে সন্দেহ নেই। এজন্যই এস ইউ সি আই (সি) সহ ৬টি বামপন্থী দল সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শোনা গিয়েছিল তিনি মিডিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। হয়তো অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়াতেই। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে করমর্দনের ভঙ্গিমা থেকে ছাতা মাথায় হাঁটা, আলিঙ্গন ইত্যাদি সবকিছুই যেন সামনের ক্যামেরার সাথে মেপে পরিকল্পিত। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে 'বারাক'বলে সম্বোধন করে নরেন্দ্র মোদি তাঁর সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'ঘনিষ্ঠতা' বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু খেয়াল করেননি যে, ওবামার সাথে প্রত্যেকটি সাক্ষাতে তাঁর ঐ আকর্ণ হাসির সাথে গদগদ ভাব ক্যামেরাবন্দি হয়ে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেবে ওবামাকে ভারতে আনতে পেরে মোদি সাহেব যারপরনাই আহ্লাদিত ও বিগলিত। মোদিসাহেব বিগলিত হতেই পারেন, কারণ বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে দিল্লির বুকে দাঁড়িয়ে করমর্দন মোদির 'স্ট্যাটাস' বাড়াতে পারে অনেকের মধ্যে, মোদির 'কূটনৈতিক সাফল্য' নিয়ে বিজেপি শিবির ঢাক বাজাতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষ কী পেল — এই প্রশ্নের জবাব তো ৯ লক্ষ টাকার পোশাক পরে ওবামার সাথে 'ঘনিষ্ঠতা'র ছবি দিয়ে চাপা দেওয়া যাবে না! যেমন বারাক ওবামাকে মোদি কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন — ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৩১ বছর পার হয়ে গেলেও কেন মার্কিন সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইড ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিল না? ওবামা কি জানিয়েছেন, কেন ঐ সংস্থাকে ভারতে এনে আদালতে বিচার করা গেল না? অথচ এগুলি তো মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি ভারতবাসীর দাবি ছিল! তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদি কি ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করলেন?

ওবামার সফর শেষে ৩৬ পাতার যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ছত্রে ছত্রে লেখা হয়েছে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের আমলাদের মধ্যে কত বৈঠক ও মতবিনিময় হয়েছে। শান্তি, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কত শত কথা হয়েছে। কিন্তু এসবের নিট ফল কী? কথা হয়েছে, মার্কিন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ভারতকে ২ হাজার কোটি ডলার দেবে। আমেরিকার ওভারসিজ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট দেবে ১ হাজার কোটি ডলারের একটি প্যাকেজ। আমেরিকার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক ও ভারতের অপ্রচলিত বিদ্যুৎ সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত পাবে ২ হাজার কোটি ডলারের একটি প্যাকেজ। পরমাণু চুল্লি বিক্রির জন্য ব্যগ্র মার্কিন পুঁজিপতিরা হঠাৎ ওবামার মাধ্যমে ভারতে অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ একটাই। অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার তা-ও আমেরিকার কোম্পানিগুলি ভারতকে বেচবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত 'সমঝোতা'ই এবারে সফরের সবচেয়ে 'বড় প্রাপ্তি' বলে সরকার দেখাতে চেয়েছে। আসলে সেটা কী 'প্রাপ্তি' তা বুঝে নিতে হলে ২০০৫ সালে বুশ-মনমোহন চুক্তির কথা একটু জেনে নেওয়া দরকার। এই পরমাণু চুক্তির মূল কথা ছিল, ভারতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মার্কিন কোম্পানিগুলি হাত বাড়িয়ে দেবে, জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে তারা। আর মার্কিন সম্মতি পেলে তার বন্ধু দেশগুলিও জ্বালানি সরবরাহে রাজি হয়ে যাবে। এই চুক্তির প্রথম রূপরেখা বা খসড়া তৈরি হয় ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই। তিন বছর পর ২০০৮ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

একে কেন্দ্র করে দেশে ভালোই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তদানীন্তন কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার ঐ চুক্তিকে বলেছিল 'ঐতিহাসিক'। কারণ, যেসব দেশ আন্তর্জাতিক সিটিবিটি (কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি) বা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না, তাদের পরমাণু শক্তি উৎপাদনে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলি সহায়তা দেয় না। ভারত ঐ সিটিবিটি-তে সই না করেও পরমাণু শক্তি উন্নয়নে আমেরিকার সাহায্য পাবে, এই নিশ্চয়তার জন্যই ভারত ঐ চুক্তিকে বলেছিল ঐতিহাসিক। সে সময়ে মনমোহন সিং ও জর্জ বুশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, পরমাণু শক্তি উৎপাদনে সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রদুটিকে ভারত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবে। অপর শর্তটি হচ্ছে, পরমাণু চুল্লিগুলি যেহেতু মার্কিন কোম্পানিগুলি সরবরাহ করবে, সেজন্য সেগুলির উপর নজরদারি করার অধিকার থাকবে আমেরিকার। এই অধিকার নিয়েই কিছুটা হইচই হয়। বামপন্থী সিপিএম, সিপিআই ও আরও কিছু দক্ষিণপন্থী দলও এই শর্তের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিপদ দেখতে পায়। ১৯৯১ সালে আইএমএফ থেকে ভারতের শর্তাধীন ঋণ নেওয়ার সময়েও একই রকম কথা বলেছিল এইসব দলগুলো, যেন এ না হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করা যায় না।

কিন্তু এ প্রশ্নে এস ইউ সি আই (সি)-র অভিমত ছিল ভিন্ন। আমরা দেখাই যে, ভারত শুধু পুঁজিবাদী নয়, একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। এবং সুপারপাওয়ার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলে ভারতের একচেটে পুঁজিপতিরা। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে বলে ভারতের এই যে ব্যগ্রতা, সেটা বাইরের মুখোশ। এ-ও জানা যে, ভারতের মতো দেশে বিপুল ব্যয়সম্পন্ন পরমাণু বিদ্যুৎ কার্যকরী হতে পারে না। আসলে, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমেরিকা সহ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়ার মাধ্যমে ভারত পরমাণু অস্ত্র তৈরির ভারতীয় ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সিলমোহর লাগাতে চায়।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বোমা ও অস্ত্র তৈরির দূরত্ব সামান্যই। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে যে তেজষ্ক্রিয় মৌলগুলি উৎপন্ন হয়, তাকে সহজেই পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য পুনর্ব্যবহার করা যায়। যাই হোক, ভারত যে একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র, এ কথা সমগ্র বিশ্ব জানে, পরমাণু বোমার পরীক্ষা ভারত কম করেনি। কিন্তু তার প্রয়োজন মার্কিন স্বীকৃতির। তাহলেই মার্কিন-বন্ধু দেশগুলি থেকে জ্বালানি ইউরেনিয়াম পেতে সমস্যা হবে না তাই নয়, পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ নিয়ে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করতে হয় না। সব মিলিয়ে ভারত রাষ্ট্রের সাইনবোর্ডে পরমাণু শক্তিধর সুপার পাওয়ার কথাটি প্রকাশ্যেই জ্বলজ্বল করতে পারে। মার্কিন স্বীকৃতি পাওয়া মানে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে জুনিয়র পার্টনার রূপে স্বীকৃতি পাওয়া, যেটা দেখিয়ে ভারতের প্রকৃত শাসক একচেটে পুঁজিপতিরা এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলে পেশি আস্ফালন করে বাজার দখলে নামতে পারে। এই নিরিখেই ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন বিচার করা দরকার।

২৬ জানুয়ারি। কলকাতা

এবার সংবাদপত্রের ছবিতে দেখা গেল, ভারতীয় ধনকুবের একচেটে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রপতি ভবনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। এরাই কিন্তু ভারতের প্রকৃত শাসক। এরাই সরকারে কোনও দলকে বসায়, কোনও দলকে সরায়। সরকার হচ্ছে এদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। এদের ব্যবসা ও মুনাফার দাঁড়িপাল্লাতে এ যুগে কোনও পুঁজিবাদী দেশের সার্বভৌমত্বের পরিমাপ হয়। এরা যেকোনও শর্তে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের সখ্যতা চায়, কারণ ভারতীয় ধনকুবের গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এখন ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বে প্রসারিত। আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আমেরিকা — যারা যে শর্তই দিক, ভারতীয় পুঁজিবাদ তা মানে তার নিজের স্বার্থেই, দেশ ও জনগণের স্বার্থ এদের কাছে কোনও বিবেচনার বিষয়ই নয়।

যাই হোক, মনমোহন সিংয়ের সময়ে চুক্তি রূপায়ণে যা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে পরমাণু উৎপাদন কেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটলে তার দায় কে নেবে। চেরনোবিল, ভোপাল গ্যাস কাণ্ড বিপর্যয়ের ভয়াবহতাকে সামনে নিয়ে আসে। ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য মার্কিন কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইড বা ডাও কেমিক্যাল কোনও দায়ই নেয়নি, ক্ষতিপূরণ দেয়নি, কোনও শাস্তিও হয়নি তাদের। এজন্যই মনমোহন সরকার ২০১০ সালে পার্লামেন্টে 'পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইন' পাশ করাতে বাধ্য হয়। এই আইন অনুযায়ী পরমাণু কেন্দ্রে কোনও বিপর্যয় ঘটলে তার দায় যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী কোম্পানিকে নিতে হবে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আমেরিকার বক্তব্য হল, এই শর্তের জন্যই তাদের কোম্পানিগুলি ভারতে পরমাণু চুল্লির ব্যবসা করতে আগ্রহ হারায়। মোদির ম্যানেজাররা দাবি করেছেন, এ বিষয়ে বাধা দূর করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে দফায় দফায় অন্য দেশে গোপন বৈঠক করা হয়েছে। গোপন কেন? কারণ, জানাজানি হলে হইচই হতে পারে। অতএব জনগণকে অন্ধকারে রেখে কথাবার্তা হয়ে গেছে। কী চমৎকার স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা!

ওবামার সফর শেষে বলা হল, বিপর্যয়ের দায় বিদেশি কোম্পানিদের নিতে হবে না, তা মেটানোর জন্য একটি বিমা তহবিল তৈরি করা হবে। কিন্তু এখানেও আজও পর্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে কিছু বলা হয়নি। এই তহবিলে টাকা দেবে কারা? ক্ষতিপূরণ কত, তা হিসাব করবে কারা? ভারতীয় বিমা কোম্পানি যদি এই দায় নেয়, তাহলে সে টাকা তো দেবে ভারতের জনগণ। তাহলে, মার্কিন কোম্পানির সরবরাহ করা পরমাণু চুল্লিতে বিপর্যয় ঘটলে ক্ষতিপূরণের টাকা ভারতের জনগণের ঘাড় ভেঙে নেওয়া হবে? কী চমৎকার ব্যবস্থা! ঠিক কী যে সরকার করেছে, ওবামা-মোদির বন্ধুত্ব কী ধরনের সমঝোতা প্রসব করেছে, তার সবটাই ধোঁয়াশা। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, ভারতকে অস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করার সূত্র ধরে ভারতের বাজারে মার্কিন অস্ত্র কোম্পানিগুলির পণ্য বেচার ব্যবস্থা করে দিলেন নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন যুদ্ধবিমান ও অন্যান্য যুদ্ধসম্ভারের বাজারে মন্দা। অতএব ভারতের লোভনীয় বাজার পেতে ছুটে এসেছেন ওবামা।

তাহলে শিল্পের কী হল? মার্কিন প্রেসিডেন্টের আপ্যায়নে ভারতে শিল্পের চাকা তরতরিয়ে এগোবে বলে যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁরা ভারতের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, মন্দার পাঁকে ভারতের শিল্পরথ কীভাবে আটকে আছে। সেখান থেকে মুক্তির কোনও নাম-নিশানা নেই। পুঁজিবাদ আজ আর সেই নিশানা দিতে পারে না। কারণ স্বয়ং পুঁজিবাদই আজ মুমূর্ষু — মৃত্যুশয্যায়।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বেলে দুর্গানগর গ্রামের এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ কর্মী কমরেড ফণীভূষণ রায়মণ্ডল বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ৩০ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। যৌবনে তিনি ভাগচাষিদের অধিকার অর্জনের আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি দলের বৈপ্লবিক আদর্শ যতটা উপলব্ধি করেছিলেন আজীবন তিনি তাতে অবিচল থেকেছেন। শরীর অশক্ত হয়ে পড়লেও মনকে সজীব রাখতে শয্যাশায়ী অবস্থাতেও দলের বই ও গণদাবী সহ পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন, কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল, মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল ও স্থানীয় কর্মীরা।

কমরেড ফণীভূষণ রায়মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

আরও এক প্রতিবাদীর হত্যা

এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে হাওড়া শহর বনধ

হাওড়ার সালকিয়ায় ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবাদী যুবক অরূপ ভাণ্ডারি। প্রতিবাদের মূল্য তাঁকে চোকাতে হয়েছে সমাজবিরোধীদের হাতে প্রাণ দিয়ে। নারী নির্যাতনকারী নরপশুদের নির্মম হামলায় আহত অরূপের মৃত্যু হয় ১ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবাদে গোটা জেলা জুড়ে আগুন জ্বলে ওঠে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহর বনধ পালিত হয়।

দেশ জুড়ে প্রতিদিন ঘটে চলা অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনায় মানুষ যখন চরম আশঙ্কিত, পুলিশ-প্রশাসনের গা-ঢিলা মনোভাবে চূড়ান্ত হতাশ, সেই সময়ে কয়েকজন তরুণীর প্রতি দুষ্কৃতীদের অশালীন আচরণে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অরূপ। তাঁকে মরতে হয়েছে, কিন্তু আপন প্রাণের বিনিময়ে তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অসংখ্য প্রতিবাদের মশাল। অরূপ মারা যাওয়ার পরদিনই এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে দলের হাওড়া শহর কমিটির কর্মীরা অরূপের বাড়ি যান। অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে ৩ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হাওড়া ময়দান, মঙ্গলহাট জুড়ে হয় প্রতিবাদ মিছিল। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে দলের ডাকা ৪ ফেব্রুয়ারির হাওড়া শহর বনধ সম্পূর্ণ সফল হয়। বনধের দিন সকাল থেকে শহরের বাজার-হাটে প্রতিবাদ মিছিল এবং পরে হাওড়া ময়দানে জমায়েত হয়ে রাস্তা অবরোধ ও মিছিল হয়। দলের হাওড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায় জানান, নারী নিগ্রহ ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি সালকিয়ায় নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

টাকা ফেরতের দাবিতে
চিটফান্ড আমানতকারী ও এজেন্টরা আন্দোলনে

চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ও এজেন্টদের ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৯ জানুয়ারি রানি রাসমণি রোডে অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে গঠিত হল অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটর্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরাম।

২০১৩ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এলেও গত দু'বছরে আমানতকারীদের টাকা ফেরতের বিষয়টির কোনও সুরাহা হয়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সিবিআই লাগিয়ে দিয়ে রাজ্যের শাসক দলের মন্ত্রী-এমপি-দের জেলে ঢোকালেও আমানতকারীদের টাকা ফেরতের প্রশ্নে তার কোনও ভূমিকাই লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে টাকা ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করে রাজ্য সরকার যে শ্যামল সেন কমিশন গঠন করেছে, সেই কমিশনও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমানতকারীদের টাকা ফেরত নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কার্যকরী কোনও ভূমিকাই নেই। নবগঠিত এই ফোরামের বক্তব্য, সারদার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তার সাথে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিক। এই দাবিতেই আগামী তিন মাস ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে এই ফোরাম।

ফোরামের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই জানান, ৬ দফা দাবিতে এই আন্দোলন চলবে। আমানতাকারীদের টাকা সুদ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, সমস্ত এজেন্টকে নিরাপত্তা দিতে হবে, এজেন্টদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিতে হবে, আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে, যে সমস্ত আমানতকারী ও এজেন্ট আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সমস্ত চিটফান্ডের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারকে অধিগ্রহণ করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে, সিবিআই-কে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

ফোরামের সভাপতি রূপম চৌধুরী বলেন, বিগত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চোখের সামনেই এ রাজ্যে শত শত চিটফান্ড গড়ে উঠেছে। বহু রকম গোয়েন্দা সংস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি প্রভৃতি নজরদারি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন ও কীভাবে সারদা সহ অন্যান্য অসাধু চিটফান্ডগুলি বিনা বাধায় রাজ্যে রাজ্যে জাল বিস্তার করতে পারল তার জবাব কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারকেই দিতে হবে।

এ দিনের কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, বিধানসভার আগামী অধিবেশনে ৬ দফা দাবির সমর্থনে তিনি সোচ্চার হবেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, কার্তিক রায়, জাহেদ হোসেন সহ ফোরামের বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ। তিন সহস্রাধিক প্রতিনিধির এই কনভেনশন থেকে ৭৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, অধ্যাপিকা মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, দীপক মুখার্জী, প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল, বিধায়ক তরুণ নস্কর সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্থায়ীকরণের দাবিতে
আশাকর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন-এর ডাকে ২ সহস্রাধিক আশাকর্মী ২৯ জানুয়ারি বিভিন্ন দাবিতে সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ-সমাবেশ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সচিব ও মিশন ডাইরেক্টরের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়ার বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং আশাকর্মীদের স্থায়ী করা, হাসপাতাল ও সাবসেন্টারগুলিকে উন্নত করে প্রসূতি মায়ের প্রসবকালীন সুব্যবস্থা করা, আশাকর্মীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন অন্তত ১৫ হাজার টাকা করা, ছুটি, পি-এফ, পেনশন, বোনাস, চিকিৎসার সুযোগ সহ সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি তুলে ধরা হয়। সরকারের পক্ষে সহ-মিশন ডাইরেক্টর দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি বিমল জানা, জ্ঞানানন্দ রায়, সম্পাদিকা কৃষ্ণা প্রধান, সহসম্পাদিকা পাপিয়া অধিকারী, অন্যতম সংগঠক ইসমত আরা খাতুন, চন্দনা বায়েন, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কলকাতা বইমেলায় গণদাবীর স্টল

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in